সমকাল

তারিখ 08 APR 2014
পৃষ্ঠা ... ৩ ... ২

মডেল প্রকল্পে অঢেল দুর্নীতি

দেশের ৩১০ উপজেলার মডেল স্কুল প্রকল্পে শতকোটি টাকা অনিয়মের অভিযোগ

■ সাব্বির নেওয়াজ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি 'মডেল' প্রকল্পে 'অঢেল' দুর্নীতির অভিযোগ। প্রকল্পের অধীনে দেশের ৩১০টি উপজেলায় মডেল স্কুল প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। কম্পিউটার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কেনার নামে প্রায় ২০ কোটি টাকা নয়ছয় করা হয়েছে। অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের নামে গুলিস্তানের ফুটপাত থেকে কেনা ভাঙারি যন্ত্রাংশও বিভিন্ন বিদ্যালয়কে গছিয়ে দেওয়া হয়েছে। টেলিস্কোপের পরিবর্তে দেওয়া হয়েছে স্বল্পমূল্যের দূরবীন। আবার ১০০ টাকার একটি থার্মোমিটার কেনা হয়েছে ৪০০ টাকায়। সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষকরা অভিযোগ করলে এ বিষয়ে অনুসন্ধানে নামে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অতি নিম্নমানের যন্ত্রপাতি কেনার সঙ্গে জড়িত সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে এই দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে উল্টো অভিযোগকারী প্রধান শিক্ষকদের কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। 'কেন সঠিকভাবে মালামাল বুঝে নেননি'– এ অপরাধে এরই মধ্যে প্রায় ৬০ জন প্রধান শিক্ষককে শোকজ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত মোট ৪৬৫ কোটি টাকার এ প্রকল্পে প্রায় শতকোটি টাকার অনিয়ম হয়েছে বলে দুদকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মনে করছেন।

বহুল আলোচিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ প্রকল্পের নাম '৩১০টি উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্প'। মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের এ প্রকল্প ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি শুরু হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরে তা শেষ হওয়ার কথা। এ প্রকল্পের অধীনে দেশের যেসব উপজেলায় কোনো সরকারি বিদ্যালয় নেই, সেসব উপজেলায় একটি করে বেসরকারি বিদ্যালয়কে 'মডেল বিদ্যালয়ে' রূপান্তরের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এ জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় ৪৫০ কোটি টাকা। আর এ টাকার বড় একটা অংশই লুটপাট হয়ে গেছে। দুদকের উপপরিচালক বেনজীর আহম্মেদের নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধানী দল শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরে ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

মডেল প্রকল্পে অঢেল দুর্নীতি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

প্রায় দেড় বছর অনুসন্ধান চালিয়ে এ তথ্য পেয়েছেন। বর্তমানে দুদকের অপর একজন উপপরিচালক বিষয়টি তদন্ত করছেন। দুদক সূত্রে জানা যায়, মডেল স্কুল প্রকল্পের দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের কর্মকর্তারা তাদের ১৫টি বিলাসবহুল সরকারি গাড়ি অন্য দফতরে দায়িত্বরতদের (যাদের ওপর দুর্নীতি ধরার দায়িত্ব) জন্য অবৈধভাবে বরাদ্দ দিয়েছেন। বিধিবহির্ভূতভাবে পরিকল্পনা কমিশনকেও একাধিক গাড়ি দেওয়া হয়েছে।

মডেল স্কুল প্রকল্পের দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে এখন কাজ করছেন দুদকের উপপরিচালক মফিদুল ইসলাম। তিনি দুদক থেকে জানা গেছে, প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়গুলোতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ সামগ্রী কম সরবরাহ করা হয়েছে। ২৪ ইঞ্চি লম্বা স্ট্যান্ডবিশিষ্ট টেলিস্কোপ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর পরিবর্তে যে দূরবীন দেওয়া হয়, তা দিয়ে চাঁদ দেখা দূরের কথা, ২০০ গজের মধ্যে কী কী আছে তা-ও ঠিকমতো দেখা সম্ভবপর নয়। সূত্র জানায়, প্রতিটি বিদ্যালয়ে ১০টি করে কম্পিউটার সরবরাহ করার কথা থাকলেও তা ঠিকমতো করা হয়নি। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে কোনো কম্পিউটারই সরবরাহ করা হয়নি। কোনো বিদ্যালয়ে নয়টি, কোথাও আটটি করে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়। আবার সরবরাহকৃত কম্পিউটারগুলোতে পর্যাপ্ত

সরকারি ব্যবহার বাতিল(COB)

...কারী এবং স্থায়, ...রত (স্থায়ী) ও ...r Security)	পাঠকের নং	স্থায়ী ঠিকানার এবং নাম	নকশার দৈর্ঘ্যের মূল্য(টাকা)	নকশার আয়তন (টাকা)
	GR-1	আবু বক্কর ছিদ্দা, কোটি-কবরোনেমেট, চিতা.বিদা. ক্লিনিক-WS,	৭৫০/=	৭৬,৭০০/=
	GR 2	মাহাবিন বিল, সাবাবা শবন, চিতা.বিদা. ক্লিনিক-CS, চিতা বিদা ক্লিনিক-L,	৪০০/=	৩২,৬০০/=
	GR 3	চাউনের কুড়া, নিবুক ছুর্ন, ধানের ছুর, পাবনেরো শাইন ম্যাকেনিন	—৪০০/=	— ২৩,০০০/=
		সরকারি পরিচালক এর অধীনের, সরকারি গ্রিন-ইনো বাবার, কুমিল্লা এবং জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার অধীনের, রাবনেল, কুমিল্লা		
...ণ এর অধিকার		বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ২৮/০৪/২০১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সাধারণের ও সরকারি প্রিন্ট মিডিয়ার অফিস চলাকালীন সময় ।		
		সরকারি গ্রিন-ইনো বাবার, কুমিল্লা এবং জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার অধীনের, রাবনেল, কুমিল্লা ।		
...কিন ও সময়		৩০/০৪/২০১৪ইং তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ।		
...৭ ইং		৩০/০৪/২০১৪ ইং তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকার সরকারি প্রিন্টিংসহ, সরকারি গ্রিন-ইনো বাবার, কুমিল্লা এর অফিসকক্ষে সরকারিভাবে উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) নকশা সমূহ খোলা হইবে ।		
...প্রস্তাব হবে		নকশা দাখিল করেন মূল রাখিল সহ নকশা দাখিলে চাহিদাপত্র সকল প্রাপ্তিস্থান ।		
		নকশা বিক্রয় ও নকশা দাখিলের পদ্ধতি এবং "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিভিউল, ২০০৮" এর আলোকে নকশা দ্যুপ্যায়ন করা হইবে ।		
		১ । নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দপ্তরে অফিস চলাকালীন সময়ে নকশা দাখিল দেখা যাইবে । ২। নকশা সম্বন্ধের নিম্ন অধিকার জারা কাজ: কাজ নিম্ন নির্দিষ্ট হলে পরবর্তী অধ্যায়ের এবং সময় ও ... হলে নকশা গৃহীত ও খোলা হবে । এ জন্য পরবর্তীতে পক্ষ দাবি কোন কোনো কারণ দেখা হইবে না । ৩ । নকশা ধারের উপর শ্রীহরে নকশা মাতার ডিজাইন ও কাজের নাম উল্লেখ করিতে হবে । ৪ । মূল্য দাখিল সম্পাদনের পর সকল নিয়মাবলী মানতে কেবল খোলা । ৫ । নকশা সংক্রান্ত অন্যান্য পরবর্তী নির্দেশনার মাধ্যে সংযুক্ত থাকিবে । ৬ । কর্তৃপক্ষ যে কোন নকশা এবং বা অংশ গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন ।		

(মাসুদ রানা)
সহকারী পরিচালক (অভ্যন্তর)
সরকারি গ্রিন-ইনো বাবার, কুমিল্লা
ফোন : ০৮১-৬৫৭৭২